সলাত ত্যাগ ও জামাতে সলাত আদায়ের বিধান
এবং
সলাত আদায়াকারীদের প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

ⓒ المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم
حكم تارك الصلاة و أدائها مع الجماعة./ مستفيض الرحمن حكيم عبدالعزيز.- حفر الباطن، ١٤٣٤هـ.
٤٠ ص؛ ١٤ × ٢١ سم
ردمك: ٤ – ٣٢ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣- ٩٧٨
١- الصلاة ٢- المعاصي والذنوب أ. العنوان
ديوي ٢٥٢،٢ ١٤٣٤/ ٤٧٤

رقم الإيداع: ١٤٣٤/ ٤٧٤
ردمك: ٤ – ٣٢ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣- ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة
إلا لمن أراد طباعته وتوزيعه مجاناً
بعد التنسيق مع المركز

الطبعة الثانية
١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م

حُكْمُ تَارِكِ الصَّلَاةِ وَأَدَائِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

وَيَلِيْهِ

بَعْضُ اخْطَاءِ الْمُصَلِّيْنَ الشَّائِعَةُ

সলাত ত্যাগ ও জামাতে সলাত আদায়ের বিধান

এবং

সলাত আদায়কারীদের প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি

সংকলন :

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনা :

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়ঃ

مركز دعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্‌শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

সলাত ত্যাগ ও জামাতে সলাত আদায়ের বিধান
এবং
সলাত আদায়কারীদের প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি

সংকলন :
মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী
লেখক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাদ্‌শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র
পো: বক্স নং ১০০২৫ ফোন: ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্স: ০৩-৭৮৭৩৭২৫
মোবাইল: ০০৯৬৬-৫৫৭০৪৯৩৮২ ই-মেইল: Mmiangi9@gimail.com
Mrhaa_123@hotmail.com / Mrhaam_12345@yahoo.com
Mostafizur.rahman.miangi@skype.com & nimbuzz.com
www.mostafizbd.wordprees.com / mostafizmia1436@fring.com
কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

সম্পাদনা :
শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী
দ্বিতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২

লেখকের অন্যান্য বই

১. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
২. বড় শির্ক ও ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্
৪. ব্যভিচার ও সমকাম
৫. নবী (ﷺ) যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন
৬. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শনসমূহ
৭. সকাল-সন্ধ্যার যিকির ও প্রত্যেক ফরজ নামায শেষে যা বলতে হয়
৮. গুনাহ্'র অপকারিতা ও চিকিৎসা
৯. ইস্তিগ্ফার
১০. সাদাকা-খায়রাত
১১. ধুমপান ও মদপান
১২. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
১৩. নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড
১৪. সলাত ত্যাগ ও জামাতে সলাত আদায়ের বিধান এবং সলাত আদায়কারীদের প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি
১৫. জামাতে সালাত আদায় করা
১৬. ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়
১৭. ভালো সাথী বনাম খারাপ সাথী
১৮. একজন ইসলাম গ্রহণেচ্ছুর করণীয়

সুখবর সুখবর সুখবর সুখবর

প্রিয় পাঠক! ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এ জাতীয় বিশুদ্ধ বই-পুস্তকগুলো ফ্রি বিতরণের জন্য "দারুল-'ইরফান" নামক একটি স্বনামধন্য প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা গত দু'বছর থেকে হাটি হাটি পা পা করে সামনে এগুচ্ছে। যে কোন দ্বীনি ভাই এ খাঁটি আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এমনকি নিজ মাতা-পিতার পরকালের মুক্তির আশায় এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সাদাকা-খায়রাত করে একে আরো শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী করার কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করছি। জ্ঞানের প্রচার এমন একটি বিষয় যার সাওয়াব মৃত্যুর পরও পাওয়া যায়। এমনকি তা সাদাকায়ে জারিয়ারও অন্তর্গত। যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা আপনার দ্রুত যোগাযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। আশা করছি, এ ব্যাপারে আমরা এতটুকুও নিরাশ হবোনা ইন্শাআল্লাহ্।

সূচীপত্র

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
অবতরণিকা	১০
সলাত ত্যাগকারীর বিধান	১২
সলাত ত্যাগকারীর নিকট কোন সলাত আদায়কারিণী মেয়েকে বিবাহ দেয়া অবৈধ	১৪
সলাত ত্যাগকারীর স্ত্রী সলাত আদায়কারিণী হলে বিবাহ বন্ধন রহিত হয়ে যাবে	১৫
সলাত ত্যাগকারীর জবাই করা পশুর গোস্ত খাওয়া যাবে না	১৫
সলাত ত্যাগকারী হারাম শরীফের এলাকায় ঢুকতে পারবে না	১৫
সলাত ত্যাগকারী সলাত আদায়কারী আত্মীয়ের মিরাস পাবে না	১৫
জামাতে সলাত পড়া ওয়াজিব	১৭
সলাত আদায়াকারীদের প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি	২৪
দ্রুত মসজিদে আগমন	২৪
দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু সেবন করে মসজিদে আসা	২৪
তাকবীরে তাহরীমা রুকু যাওয়াবস্থায় আদায় করা	২৪
সলাতে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকানো	২৫
সলাতে দাঁড়িয়ে অযথা নড়াচড়া করা	২৫
সলাতে যে কোন কাজ ইমামের আগে, সাথে বা অনেক পরে করা	২৫
কোন প্রয়োজন ছাড়াই তারাবিহের সলাতে কোর'আন শরীফ দেখে পড়া	২৭
রুকুর মধ্যে পিঠ বাঁকিয়ে বা মাথা উঁচু-নিচু করে রাখা	২৭
সুন্দরভাবে সিজদা না করা	২৭
দ্রুত সলাতের রুকনগুলো আদায় করা	২৮
আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় তর্জনী বরাবর নাড়তে না থাকা	২৮
সালাম ফেরানোর সময় হাত দিয়ে ইশারা করা	২৯
প্যান্ট-শার্ট পরে সলাত পড়া	২৯

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
সালাম ফেরানোর পর ডানে-বাঁয়ের কারোর সাথে মোসাফাহা করা	২৯
সালাম ফেরানোর সাথে সাথে দো'আর জন্য হাত উঠানো	২৯
মুয়ায্যিনই ইকামাত দিবেন তা বাধ্যতামূলক মনে করা	৩১
ইকামাতের পর ইমাম সাহেব কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত হলে পুনঃইকামাত বাধ্যতামূলক মনে করা	৩১
সলাতের নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করা	৩১
সলাতের চার জায়গায় কাঁধ পর্যন্ত হাত না উঠানো	৩১
ইমাম আল্লাহু আকবার বললে মুক্তাদিগণ আয্যা ওয়া জাল্লা বলা	৩২
দুই রাক'আতে একই সুরা পড়া না জায়েয মনে করা	৩২
শয়তানের ওয়াসওয়াসায় সুরা ফাতিহা দু'বার পড়া	৩২
সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত দু'টো ঝুলিয়ে রাখা	৩২
হাত দু'টো ঠিক হৃদয় বরাবর বাঁধা	৩২
সুরা পড়ার সময় আল্লাহর নাম আসলে তর্জনী দিয়ে ইশারা করা	৩২
একাকী সলাত পড়ার সময় জাহ্রী সলাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়া না জায়েয মনে করা	৩২
ইমাম সাহেব সুরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সুরা পড়ার সময় মনযোগ না দেয়া	৩৩
কিরাত বিশুদ্ধভাবে পড়ার প্রতি মনযোগ না দেয়া	৩৩
শান্তভাবে রুকু আদায় না করা	৩৩
রুকু করার সময় দু'পায়ের প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা	৩৩
শুধু রুকুর তাকবীর দিয়ে ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হওয়া	৩৩
ইমাম রুকু থেকে উঠে গেছে বলে সাথে সাথে সলাতে শরীক না হওয়া	৩৩
ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়ে দেরী করতে সঙ্কেত দেয়া	৩৩
রুকু থেকে উঠে দু'হাত তুলে দো'আ করা	৩৪
রুকু থেকে উঠে উপরের দিকে দেখা	৩৪

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
রুকু থেকে উঠে ওয়াশ্ শুকরু বাড়িয়ে বলা	৩৪
সিজদাহর সুবিধার্থে বালিশ উঁচিয়ে রাখা	৩৫
সলাতের শেষ সিজদাহ একটু দীর্ঘ করা	৩৫
দুরূদের মধ্যে সাইয়িদিনা বাড়িয়ে বলা	৩৫
প্রথম বৈঠকে তাওয়ার্রুক করা	৩৫
ইস্তিগফারের সময় আল্ আযীমাল জালীল বাড়িয়ে বলা	৩৫
যে কোন বস্তু সামনে দিয়ে গেলে সলাত ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করা	৩৫
জুমা না পেলে দু' রাক'আত কাযা করা	৩৬
জুমার খুতবার সময় ইমাম বা মুক্তাদিগণের হাত উঠানো	৩৬
জুমার পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত পড়া	৩৭
খুতবার আযানের সময় তাহিয়্যা না পড়ে শেষ হওয়ার অপেক্ষা করা	৩৭
তারাবীহ চলাকালীন ইশার জামাত করা	৩৭
সলাতের সময় পাতলা ও সংকীর্ণ কাপড় পরিধান করা	৩৮
ফজরের সুন্নাত জামাতের পরে পড়া না জায়েয মনে করা	৩৮
শেষ বৈঠক পেলে জামাত পেয়েছে মনে করা	৩৮
টাখনার নিছে কাপড় পরে সলাত আদায় করা	৩৮
ফজরের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়া অন্য সলাত পড়া	৩৯
নফল পড়ুয়ার পেছনে ফরযের ইক্তিদা করলে বিরক্তি বোধ করা	৩৯
প্রথম কাতার পুরো না করে দ্বিতীয় কাতার করা	৩৯
জানাযার সলাতে চতুর্থ তাকবীরের পর চুপ থাকা	৩৯
সলাতের পর কাপড়ে কোন নাপাক দেখা গেলে পুনর্বার সলাত পড়া	৪০
সলাত চলাকালীন ওযু ভেঙ্গে গেলে ওযু না করা	৪০

অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিৎ, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আল্লাহ্'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
৩০/১১/১১

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্যে যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম|

প্রতিনিয়ত মসজিদে গমনকারী প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মোসলমানই মসজিদের এই করুণ মুসল্লীশূন্যতা অবলোকন করে কমবেশী মর্মব্যথা অনুভব না করে পারেন না। আমি ও তাদেরই একজন। এ মহাগুরুত্বপূর্ণ মুসলিম জাতির বাহ্যিক নিদর্শনের প্রতি চরম অবহেলা থেকে উত্তরণের জন্য যে কোন সঠিক পন্থা অনুসন্ধান করা নিজস্ব ধর্মীয় কর্তব্য বলে জ্ঞান করি। তাই প্রথমতঃ সবাইকে মৌখিকভাবে জামাতে উপস্থিতির প্রতি উৎসাহ প্রদান ও তা থেকে পিছিয়ে থাকার ভয়ঙ্করতা বুঝাতে সচেষ্ট হই। কিন্তু তাতে কোন ফল পাওয়া যায়নি। ভাবলাম হয়তো বা কেউ মনযোগ দিয়ে শুনছেন না অথবা তা দীর্ঘক্ষণ ক্রিয়াশীল থাকার জন্য প্রয়োজনান্দাযকাল মনোন্তকরণে বিদ্ধকরণকর্ম সম্পাদিত হচ্ছে না। তাই লেখালেখিকে দ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি ; অথচ আমি এ ক্ষেত্রে নবাগত। কতটুকু সফলকাম হতে পারবো তা আল্লাহ্ মালুম। তবুও প্রয়োজনের খাতিরে ভুল-ত্রুটির প্রচুর সম্ভাবনা পশ্চাতে রেখে ক্ষুদ্র কলম খানা হস্তে ধারণের দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি। সফলতা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে। তবে "নিয়্যাতের উপরই সকল কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল" রাসূল মুখনিঃসৃত এ মহান বাণীই আমার দীর্ঘ পথসঙ্গী।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পৃক্ত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্বানী (রাহিমাহুল্লাহ) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন

করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্খাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

حُكْمُ تَارِكِ الصَّلَاةِ
সলাত ত্যাগকারীর বিধান

আপনি নিজ পরিবারবর্গকে সলাতের আদেশ দিচ্ছেন ; অথচ তারা এতটুকুও কর্ণপাত করছে না, এমতাবস্থায় আপনার করণীয় কি হতে পারে? এ সম্পর্কে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন সৌদি উচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য জনাব মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

তারা যদি একেবারেই সলাত না পড়ে তাহলে তারা কাফির, মুরতাদ ও শরীয়তের গন্ডী থেকে বহিস্কৃত। তাদের সাথে বসবাস করা আপনার জন্য জায়েয হবে না। তবে ধৈর্যের সাথে তাদেরকে বার বার দাওয়াত দিতে হবে। হয়তো কোন এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হিদায়েত দিয়ে দিবেন। কুর'আন, হাদীস, সাহাবাদের বাণী ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিকোণ সলাত ত্যাগকারী কাফির হওয়া প্রমাণ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَاِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَاٰتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ﴾

"অতএব তারা যদি তাওবা করে নেয় এবং সলাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদেরই মুসলিম ভাই"। (সূরা তাওবা : ১১)

অত্র আয়াত এটাই বুঝায় যে, তারা যদি এ কাজগুলো সম্পাদন না করে তাহলে তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এটা সবারই জানা কথা যে, গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন তা মুসলিম ভ্রাতৃত্যবোধকে বিনষ্ট করে না। তবে তখনই ভ্রাতৃত্যবোধ বিনষ্ট হয় যখন কেউ ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যায়।

রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

"কোন ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মাঝে ব্যবধান শুধু সলাত না পড়ারই। যে সলাত ছেড়ে দিলো সে কাফির হয়ে গেলো"।[১]

১ (মুসলিম, হাদীস ৮২ তিরমিযী, হাদীস ২৬১৯ ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৭)

রাসূল (ﷺ) আরো বলেনঃ

العَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَر

"আমাদের ও কাফিরদের মাঝে ব্যবধান শুধু সলাতেরই। যে সলাত ত্যাগ করলো সে কাফির হয়ে গেলো"।[১]

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ

لا حَظَّ فِيْ الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ

"সলাত ত্যাগকারী নির্ঘাত কাফির"।[২]

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ

"যে সলাত পড়ে না সে কাফির"।[৩]

আব্দুল্লাহ বিন্ মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلا دِيْنَ لَهُ

"যে সলাত পড়ে না সে মুসলিম নয়"।[৪]

আব্দুল্লাহ্ বিন শাক্বীক তাবেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ

"সাহাবায়ে কেরাম সলাত ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফুরী মনে করতেন না"।[৫]

কোন সুস্থ্য মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি ও এমন মনে করবে না যে, কারোর অন্তরে এতটুকু হলেও ঈমান আছে অথচ সে সলাতের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা

---

১ (তিরমিযী, হাদীস ২৬২১ ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৮ মুস্তাদ্‌রাক, হাদীস ১১ আহমাদ, হাদীস ২২৯৮৭ বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১ ইবনে হিব্বান/ইহ্সান, হাদীস ১৪৫৪ ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস ৩০৩৯৬ দারাকুত্বনী ২/৫২)

২ (বায়হাকী, হাদীস ১৫৫৯, ৬২৯১)

৩ (বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১)

৪ (বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১)

৫ (তিরমিযী, হাদীস ২৬২২)

জেনে শুনেও বরাবরই সলাত পড়ছে না।

যারা সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলে না তাদের প্রমাণাদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তা চারের এক অবস্থা থেকে খালি নয়। তা নিম্নরূপঃ

১. তারা যে প্রমাণাদি নিজের সপক্ষে উল্লেখ করে তা আদৌ তাদের সপক্ষে নয়।

২. প্রমাণগুলোতে এমন বিশেষণের উল্লেখ রয়েছে যা পাওয়া গেলে কেউ সলাত না পড়ে থাকতে পারে না।

৩. প্রমাণগুলোতে এমন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে যা পাওয়া গেলে কোন ব্যক্তি সলাত না পড়লে তাকে অপারগ মনে করা হয়।

৪. প্রমাণগুলোর ব্যাপকতা রয়েছে যদ্দরুন সলাত ত্যাগকারী কাফির হওয়ার হাদীসগুলো কর্তৃক ও গুলোকে নির্দিষ্ট করতে হবে।

এ ছাড়া ও কোন প্রমাণে এমন উল্লেখ নেই যে, সলাত ত্যাগকারী মু'মিন অথবা সে জান্নাতে যাবে বা সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে ইত্যাদি। যদ্দরুন কুফর শব্দকে অকৃতজ্ঞতা তথা ছোট ধরণের কুফর কর্তৃক ব্যাখ্যা দেয়ার কোন মানে হয় না।

যখন আমরা জানতে পারলাম; সলাত ত্যাগকারী সত্যিকারার্থে কাফির তখন তার উপর মুরতাদের শরয়ী বিধানগুলো অনিবার্যভাবে প্রযোজ্য। বিধানগুলো নিম্নরূপঃ

১. সলাত ত্যাগকারীর নিকট কোন সলাত মেয়েকে বিবাহ দেয়া বৈধ নয়। এমনকি বিবাহ সম্পাদিত হলেও তা রহিত বলে গণ্য হবে। তার জন্য উক্ত সলাত আদায়কারিণী মহিলা হালাল হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لاَ هُنَّ حِلٌّ لـَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّوْنَ لـَهُنَّ﴾

"যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার মহিলা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট পাঠিয়ে দিও না। ঈমানদার নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয়। তেমনিভাবে কাফিররাও ঈমানদার নারীদের জন্য বৈধ নয়"।

(সূরা মুমতাহিনাহ্ : ১০)

কোন ব্যক্তি সলাত আদায়কারী ছিল তবে পরবর্তীতে সে সলাত ছেড়ে দেয় অথচ তার স্ত্রী এখনো সলাত আদায়কারী তাহলে তাদের বিবাহ বন্ধন রহিত বলে গণ্য হবে এবং উক্ত স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। তবে উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকলে পূর্ণ দেনমহর দিতে হবে। অন্যথায় অর্ধেক দিতে হবে।

৩. সলাত ত্যাগকারী কোন পশু জবাই করলে তা খাওয়া জায়েয হবে না। কারণ, জবাইকৃত পশুটি হারাম হয়ে গেল। তবে নিজ ধর্মে অটল কোন ইহুদী বা খ্রীষ্টান কোন পশু জবাই করলে তা খাওয়া যাবে। তাহলে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, সলাত ত্যাগকারীর জবাইকৃত পশু ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের জবাইকৃত পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট।

৪. সলাত ত্যাগকারী ব্যক্তি মক্কা-মদীনা তথা উভয় হারাম শরীফের এলাকায় ঢুকতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا﴾

"হে মু'মিন সম্প্রদায়! মুশরিকরা একেবারেই অপবিত্র। অতএব তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে"।

(সূরা তাওবা : ২৮)

৫. সলাত ত্যাগকারীর আত্মীয়-স্বজন কেউ মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পদের ভাগ সে পাবে না। যেমন কোন সলাত আদায়কারী ব্যক্তি একটি সালাত ত্যাগকারী ছেলে ও একজন সলাত আদায়কারী চাচাতো ভাই রেখে মারা গেল তখন তার পরিত্যক্ত পুরো সম্পদের মালিক হবে তার চাচাতো ভাই। তার ছেলে কিছুই পাবে না। কারণ, সে কাফির।

উসামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"কোন মুসলমান কোন কাফিরের ওয়ারিশ হতে পারে না। তেমনিভাবে কোন কাফির কোন মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারে না"।[১]

রাসূল (ﷺ) আরো বলেনঃ

الْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"শরীয়তে নির্ধারিত মিরাসের ভাগটুকু পাওনাদারদেরকে দিয়ে দাও। আর বাকী অংশটুকু নিকটাত্মীয় পুরুষেরই প্রাপ"।[২]

১ (বুখারী, হাদীস ৪২৮৩, ৬৭৬৪ মুসলিম, হাদীস ১৬১৪)
২ (বুখারী, হাদীস ৬৭৩২, ৬৭৩৫, ৬৭৩৭, ৬৭৪৬ মুসলিম, হাদীস ১৬১৫)

وُجُوْبُ اداءِ الصَّلَوَاتِ مَعَ الْجَمَاعَةِ

জামাতে সলাত পড়া ওয়াজিবঃ

মোসলমানদের অনেকেই জামাতে সলাত পড়তে অলসতা করে এ মনে করে যে, আলেমদের কারো কারোর মতে জামাতে সলাত পড়া ওয়াজিব নয়। বিষয়টি কিন্তু খুবই মারাত্মক ও জটিল। তাই আমি এ ব্যাপারে আলোচনা করা অধিক প্রয়োজনীয় মনে করছি।

মূলতঃ সলাত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন যার মাহাত্ম্য কোরআন ও হাদীসে বিষদভাবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মাজীদে সলাত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। এমনকি সলাত জামাতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনিভাবে সলাত আদায়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকে মুনাফিকী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لله قَانِتِيْنَ﴾

"তোমরা সলাতের প্রতি যত্নবান হও বিশেষকরে আসরের সলাতের প্রতি এবং তোমরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান হও"।

(সূরা বাকারা : ২৩৮)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সলাতের প্রতি যত্নবান হতে আদেশ করেছেন। আর যে ব্যক্তি জামাতের সাথে সলাত আদায় করে না সে সলাতের প্রতি কতটুকু যত্নবান তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَاقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ﴾

"তোমরা সলাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। অর্থাৎ সলাত আদায়কারীদের সাথে সলাত আদায় কর"।
(সূরা বাকারা : ৪৩)

এ আয়াত জামাতে সলাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। কারণ, আয়াতের শেষাংশ থেকে সলাত প্রতিষ্ঠাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে

থাকে তাহলে তা আয়াতের প্রথমাংশের সাথে সামঞ্জস্যহীনই মনে হয়। কেননা, আয়াতের প্রথমাংশে সলাত প্রতিষ্ঠার আদেশ রয়েছে। তাই আয়াতের শেষাংশে তা পুনরুল্লেখের আর কোন প্রয়োজন থাকেনা। তাই বলতে হবে, আয়াতের শেষাংশে জামাতে সলাত পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوْآ أَسْلِحَتَهُمْ قف فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ص وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾

"যখন আপনি তাদেরকে নিয়ে সলাত পড়তে যান তখন তাদের এক দল যেন অস্ত্রসহ আপনার সাথে সলাত পড়তে দাঁড়ায়। অতঃপর তারা সিজদাহ সম্পন্ন করে যেন আপনার পেছনে চলে আসে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দলটি যারা পূর্বে সলাত পড়েনি আপনার সাথে যেন নামাজ পড়ে নেয়। তবে তারা যেন সতর্কতা ও অস্ত্রধারণাবস্থায় থাকে"। (সূরা নিসা : ১০২)

উক্ত আয়াতে যুদ্ধাবস্থায় জামাতে সলাত পড়ার পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। যদি পরিবেশ শান্ত থাকাবস্থায় জামাতে সলাত পড়ার ব্যাপারে কোন ছাড় থাকতো তাহলে যুদ্ধাবস্থায় জামাতে সলাত পড়ার পদ্ধতি শেখানোর কোন প্রয়োজন অনুভব হতো না। যখন তা হয়নি তখন আমাদেরকে বুঝতেই হবে, জামাতে সলাত আদায় করা নিহায়েত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। তাই ওযর ছাড়া কারোর জন্য ঘরে সলাত পড়া জায়েয নয়।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) ও কিন্তু জামাতে সলাত পড়ার ব্যাপারে কম গুরুত্ব দেননি। বরং তিনি যারা জামাতে উপস্থিত হচ্ছে না তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَقَدْ هَمَمْتُ انْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَىْ قَوْمٍ لاَيَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ

بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ

"আমার ইচ্ছে হয় কাউকে সলাত পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে লাকড়ির বোঝাসহ কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে তাদের পিছু নেই যারা জামাতে উপস্থিত হয়না এবং তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই"।[১]

যে ব্যক্তি শরয়ী অজুহাত ছাড়াই ঘরে সলাত পড়লো তার সলাত আদায় হবে না।

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ بِالصَّلاَةِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِيْ صَلَّى، قِيْلَ: وَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ

"যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনেও মসজিদে না গিয়ে ঘরে সলাত পড়ল অথচ তার নিকট মসজিদে উপস্থিত না হওয়ার শরয়ী কোন ওযর নেই তাহলে তার আদায়কৃত সলাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি ওযর বলতে কি ধরনের ওযর বুঝাতে চাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ ভয় অথবা রোগ"।[২]

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ

"যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি অথচ তার কোন ওযর নেই। তাহলে তার সলাত হবে না"।[৩]

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ يَجِدْ خَيْراً وَلَمْ يُرَدْ بِهِ

"যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি অথচ তার কোন

১ (বুখারী, হাদীস ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০ মুসলিম, হাদীস ৬৫১ আবু দাউদ, হাদীস ৫৪৮)
২ (আবু দাউদ, হাদীস ৫৫১ বায়হাকী, হাদীস ৫৪৩১)
৩ (বায়হাকী, হাদীস ৪৭১৯, ৫৩৭৫)

ওযরই ছিলো না সে কল্যাণপ্রাপ্ত নয় অথবা তার সাথে কোন কল্যাণ করার ইচ্ছেই করা হয়নি”।[১]

আবদুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَقَدْ رَايْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةُ إِلاَّ مُنَافِقٌ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيْضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ

“আমাদের মধ্যে নিশ্চিত মুনাফিক ও রুগ্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউই জামাতে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকতো না। এমনকি আমরা দেখতাম রুগ্ন ব্যক্তি ও দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে জামাতে উপস্থিত হতো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আর জামাতে সলাত পড়ার নির্দেশ সঠিক পথের দিশা বৈ কি”?[২]

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো বলেনঃ

مَنْ سَرَّهُ انْ يَلْقَىْ اللهَ غَداً مُسْلِماً فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَىْ بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

“যার ইচ্ছে হয় পরকালে আল্লাহ্'র সাথে মুসলিম রূপে সাক্ষাৎ দিতে

১ (ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস ৩৪৬৬)
২ (মুসলিম, হাদীস ৬৫৪)

সে যেন জামাতে সলাত পড়তে সযত্ন হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আর জামাতে সলাত পড়া তারই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা যদি ঘরে সলাত পড়ুয়া অলসের ন্যায় ঘরে সলাত পড় তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত সঠিক পথ থেকে সরে পড়লে। আর তখনই তোমরা পথভ্রষ্ট। যে কেউ সুন্দরভাবে পবিত্রতার্জন করে মসজিদগামী হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রতি কদমের বদৌলতে একটি করে পুণ্য দিবেন ও একটি করে অবস্থান উন্নীত করবেন এবং একটি করে গুনাহ মুছে দিবেন। আমাদের মধ্যে নিশ্চিত মুনাফিক ছাড়া কেউ জামাতে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকতো না। এমনকি কেউ কেউ দু'জনের কাঁধে ভর দিয়েও জামাতে উপস্থিত হতো।[১]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ

انَّ رَجُلاً أَعْمَى قَالَ: يَارَسُوْلَ الله! لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يُلاَئِمُنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهَلْ لِيْ رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ

"জনৈক অন্ধ সাহাবি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেনঃ আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোন লোক নেই। তাই আমাকে ঘরে সলাত পড়তে অনুমতি দিবেন কি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বললোঃ জি হাঁ! তিনি বললেনঃ তাহলে তোমাকে মসজিদে আসতে হবে"।[২]

এ ছাড়াও মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাতে সলাত পড়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা এ স্বল্প পরিসরে উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। তাই প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য হলো, জামাতে সলাত পড়ার ব্যাপারে আরো বেশী যত্নবান হওয়া এবং নিজ ছেলে-সন্তান, পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি সকল মুসলিম

১ (মুসলিম, হাদীস ৬৫৪ আবু দাউদ, হাদীস ৫৫০)
২ (মুসলিম, হাদীস ৬৫৩)

ভাইদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা। আর তখনই আমরা মুনাফিকী থেকে মুক্তি পাবো।

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ

﴿ انَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةَ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاؤُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً، مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلاً ﴾

"মুনাফিকরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ধোকা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রতিদান দিবেন। তারা অলস মনে সলাত পড়তে দাঁড়ায় লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। তারা আল্লাহ্কে কমই স্মরণ করে। তারা সর্বদা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত থাকে। না এদিক না ওদিক। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট করে আপনি কখনো তাকে সুপথ দেখাতে পারেন না"। (সূরা নিসা : ১৪২)

আর একটি ব্যাপার হচ্ছে, যে জামাতে সলাত আদায় করা থেকে পিছিয়ে থাকে সে পরবর্তীতে সম্পূর্ণরূপে সলাতই ছেড়ে দেয়। সলাতের গুরুত্ব ও উহার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং উহার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা এ স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা যাচ্ছে না।

সত্য যখন প্রমাণ সহ সুস্পষ্ট হয়ে যায় তখন তা প্রত্যাখ্যান করা কারোর জন্য জায়িয নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً ﴾

"তোমরা কোন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে উহার সঠিক সমাধানের জন্য কোরআন ও হাদীসকেই বিচারক সাব্যস্ত কর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। তাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি"। (সূরা নিসা: ৫৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾

"যারা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদেশ অমান্য করে তাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক এ আশংকায় যে, তাদের উপর নেমে আসবে বিপর্যয় অথবা আপতিত হবে কঠিন শাস্তি"। (সূরা নূর : ৬৩)

এছাড়াও জামাতে সলাত পড়ার অনেক ফায়দা রয়েছে। পরস্পর পরিচিতি, আল্লাহ্ভীরুতা ও নেক কাজে সহযোগিতা, সত্যের পথে চলা ও উহার উপর অবিচল থাকার উপদেশ প্রদান, সর্বদা জামাতে সলাত আদায় করতে উৎসাহ প্রদান, অশিক্ষিতদের শিক্ষা প্রদান, মুনাফিকদের চোখে জ্বালা সৃষ্টিকরণ, আল্লাহ্'র নিদর্শনকে সমুন্নত করণ ও উহার প্রতি কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদেরকে আহ্বান ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত জামাতের সাথে আদায় করার তৌফিক দিন। আমীন!

بَعْضُ اخْطَاءِ الْمُصَلِّيْنَ الشَّائِعَةُ

সলাত আদায়াকারীদের প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তিঃ

সলাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তা যথাযোগ্যরূপে আদায়ের মানসে যাতে আমরা এ গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং কাংখিত পুণ্য হাসিল করতে পারি সে জন্য কিছু প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যা নিম্নরূপঃ

১. সলাত বা রুকু' পাওয়ার জন্য দ্রুত পদে মসজিদে আগমন। কারণ, তাতে মনের স্থিরতায় ব্যাঘাত ঘটে। সলাতের অসম্মান হয়। সলাত আদায়াকারীদের অসুবিধে হয়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

اذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

"যখন সলাতের ইকামত দেয়া হয় তখন তোমরা দ্রুত গতিতে মসজিদে আসবে না। বরং ধীর পদে তোমরা সলাতে আসবে এবং শান্ত চিত্তে মসজিদে উপস্থিত হবে। অতঃপর তোমরা ইমামের সাথে যতটুকু সলাত পাবে তা পড়বে। আর যতটুকু ছুটে গিয়েছে তা আদায় করে নিবে"।[১]

২. দুর্গন্ধযুক্ত কোন বস্তু যেমনঃ পিয়াজ, রসুন, বিড়ি, সিগারেট ও হুঁকো ইত্যাদি খেয়ে বা পান করে সরাসরি মসজিদে চলে আসা। কারণ, এতে ফেরেস্তা ও মুসল্লীয়ানে কিরাম কষ্ট পান।

৩. ইমাম সাহেবের সাথে দ্রুত রুকু ধরতে গিয়ে তাকবীরে তাহরীমা (সলাত শুরু করার তাকবীর**) রুকু যাওয়া অবস্থায় আদায় করা।** কারণ, তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে দিতে হয়। তবে দ্রুততার কারণে রুকুর তাকবীর না দিলেও চলবে।

---

১ (বুখারী, হাদীস ৯০৮ মুসলিম, হাদীস ৬০২)

৪. সলাতে দাঁড়িয়ে ডানে, বামে, সামনে ও উপরের দিকে তাকানো। তাতে সলাতে ভুল হয়ে যায় এবং মনে অনেক ধরণের ভাবের উদ্রেক ঘটে। অথচ সলাত আদায়কারীকে সিজদাহের জায়গার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার আদেশ করা হয়েছে।

৫. সলাতে দাঁড়িয়ে অযথা খুব নড়াচড়া করা। যেমনঃ আঙ্গুল মোটন-স্ফোটন, নখ পরিষ্কার করণ, বারবার উভয় পা নাড়ানো, গোৎরা-এ'কাল (যা গোৎরার উপর পেঁচানো হয়) বা রুমাল ও চাদর ঠিক করতে থাকা, ঘড়ির দিকে তাকানো, বুতাম ঠিক করা ইত্যাদি।

৬. রুকু, সেজদাহ, উঠা, বসা ইত্যাদিতে ইমাম সাহেবের আগে যাওয়া, সাথে সাথে যাওয়া অথবা অনেক পরে যাওয়া। অথচ যে কোন কাজ ইমাম সাহেবের একটু পরেই করতে হবে। তথা ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে পুরোপুরি রুকুতে চলে যাবেন তখন মুক্তাদিগণ রুকু করতে অগ্রসর হবেন। তেমনিভাবে ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে সিজদার জন্য জমিনে কপাল ঠেকাবেন তখনই মুক্তাদিগণ তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবেন। ইমাম সাহেবের আগে, বহু পরে ও সমানতালে কোন রুকন আদায় করা যাবে ন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

اَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يُحَوِّلَ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ

"ওই ব্যক্তি কি ভয় পাচ্ছে না যে ইমাম সাহেবের পূর্বেই রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করবেন অথবা তার গঠনকে গাধার গঠনে পরিণত করবেন"।[১]

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

فَاذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وارْكَعُوْا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ

১ (বুখারী, হাদীস ৬৯১ মুসলিম, হাদীস ৪২৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬২৩)

"ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে রুকু'তে যাবেন তারপর তোমরাও তাকবীর দিয়ে রুকু'তে যাবে। মনে রাখবে, ইমাম সাহেব তোমাদের আগেই রুকু করবেন এবং তোমাদের আগেই রুকু থেকে মাথা উঠাবেন"।[১]

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত শেষে বললেনঃ

اَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّيْ إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالْقُعُوْدِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ

"হে মানব সকল! নিশ্চয়ই আমি হচ্ছি তোমাদের ইমাম। সুতরাং তোমরা আমার আগে রুকু, সিজদাহ্, উঠা, বসা ও সালাম আদায় করবে না"।[২]

আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'উদ্ ও আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) রুকন আদায়ে ইমামের অগ্রবর্তী জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

لا وَحْدَكَ صَلَّيْتَ وَلاَ بِإِمَامِكَ اِقْتَدَيْتَ

"(তোমার সলাতই হয়নি) না তুমি একা সলাত পড়লে না ইমাম সাহেবের সাথে পড়লে"।[৩]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

اِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلاَتُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ

"ইমাম সাহেব হচ্ছেন অনুসরণীয়। তাই তিনি তাকবীর সমাপ্ত করলে তোমরা তাকবীর বলবে। তোমরা কখনো তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না তিনি তাকবীর বলেন। তিনি রুকুতে চলে গেলেই তোমরা রুকু শুরু করবে। তোমরা রুকু করবে না যতক্ষণ না তিনি রুকু করেন"।[৪]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

১ (মুসলিম, হাদীস ৪০৪ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৫৯৩)

২ (মুসলিম, হাদীস ৪২৬)

৩ (রিসালাতুল ইমাম আহ্মাদ)

৪ (বুখারী, হাদীস ৩৭৮, ৮০৫, ১১১৪ মুসলিম, হাদীস ৪১৪, ৪১৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬০৩)

ইরশাদ করেনঃ

اذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْفَعُوْا وَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا

"যখন ইমাম সাহেব তাকবীর সমাপ্ত করবেন তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি রুকুতে চলে যাবেন তখন তোমরা রুকু শুরু করবে। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "সামি'আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্" বলবেন তখন তোমরা রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে"রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হাম্দ" বলবে। আর যখন তিনি সিজদায় যাবেন তখন তোমরা সিজদাহ শুরু করবে"।[১]

বারা বিন 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُوْدِ لاَ يَحْنِيْ أَحَدٌ ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ

"নবী (ﷺ) যখন সিজদাহ্'র জন্যে ঝুঁকে পড়তেন তখনো আমাদের কেউ নিজ পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করতো না যতক্ষণ না নবী (ﷺ) নিজ কপাল জমিনে রাখতেন"।[২]

৭. কোন প্রয়োজন ছাড়াই তারাবিহের সলাতের মধ্যে কোর'আন শরীফ দেখে দেখে পড়া বা দেখে দেখে ইমাম সাহেবের অনুসরণ করা। কারণ, তা অপ্রয়োজনীয় কাজে রত থাকার শামিল। তবে ইমাম সাহেবকে লোকমা দেয়ার প্রয়োজনানুযায়ী তা করা যেতে পারে।

৮. রুকুর মধ্যে পিঠ বাঁকিয়ে বা মাথা উঁচু-নিচু করে রাখা। অথচ রুকুর মধ্যে পিঠ ও মাথা সমতল রাখতে হয়।

৯. সুন্দরভাবে সেজদা না করা। যেমনঃ পাগড়ীর পেঁচের উপর সেজদা করা। তাতে কপাল জমিন স্পর্শ করেনা। তেমনিভাবে নাক উঁচিয়ে শুধু কপালের উপর সিজদা করা অথবা জমিন থেকে উভয় পা উঠিয়ে রাখা

১ (বুখারী, হাদীস ৭২২, ৭৩৪, ৮০৫ মুসলিম, হাদীস ৪১৪)
২ (বুখারী, হাদীস ৬৯০, ৮১১ মুসলিম, হাদীস ৪৭৪ আবু দাউদ, হাদীস ৬২১)

ইত্যাদি। অথচ সিজদাহ করতে হবে সাতটি অঙ্গের উপর।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اِمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْـجَبْهَةِ- وَأَشَـارَ بِيَدِهِ عَـلَى أَنْفِـهِ- الْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

"আমাকে সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করতে আদেশ করা হয়েছে। কপাল (নাক সহ) দু' হাত, দু' হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুল সমূহ"।[১]

১০. ইমাম সাহেব দ্রুত সলাতের রুকন গুলো আদায় করা। তাতে মুক্তাদিগণ ঠিকমত প্রয়োজনীয় তাসবীহ আদায় করতে পারেনা বা ইমামের অনুসরণ করতে কষ্ট হয়। আর এ কাজটি সলাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন "একাগ্রতা" বিরোধী যা অবশ্য পালনীয়। তাই রুকু এবং সিজদায় অতটুকু সময় অবস্থান করতে হবে যাতে মুক্তাদিগণ ধীর-স্থিরভাবে তিনবার তাসবীহ আদায় করতে পারে।

১১. তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া থেকে শুরু করে সালাম ফেরানো পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলি (তর্জনী) **কর্তৃক ইশারা না করা ও তা বরাবর নাড়তে না থাকা।** অথচ তা বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।

ওয়া'য়িল বিন্ 'হুজ্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার মনে একদা ইচ্ছে জেগেছিলো যে, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সলাত পড়া দেখবো। অতঃপর তিনি একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সলাত পড়া দেখছিলেন। তাঁর স্বচক্ষে দেখা চিত্রের বর্ণনায় তিনি বলেনঃ

ثُمَّ قَعَدَ ... ثُمَّ رَفَعَ اصْبُعَهُ وَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا، يَدْعُوْ بِهَا

"অতঃপর তিনি বসলেন। ... তারপর নিজ (তর্জনী) অঙ্গুলিটি উঠালেন। তিনি বলেনঃ আমি দেখেছিঃ তিনি অঙ্গুলিটি নেড়ে নেড়ে দো'আ করছেন"।[২]

---

১ (বুখারী, হাদীস ৮০৯, ৮১২ মুসলিম, হাদীস ৪৯০, ৪৯১ আবু দাউদ, হাদীস ৮৯১, ৮৯৪)

২ (আহ্মাদ্ ৪/৩১৮ আবু দাউদ, হাদীস ৯৮৯ ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ৪৮০, ৭১৪ মুন্তাক্বা',=

শুধু ইশারা করা ও অঙ্গুলি না নাড়ানোর হাদীসটি দুর্বল।

কেউ কেউ বলেনঃ শুধু শাহাদাত পড়া বা আল্লাহ্'র নাম উচ্চারণের সময়টুকুতেই শাহাদাত অঙ্গুলি কর্তৃক ইশারা করতে হয়। উক্ত অভিমতটি যুক্তিসঙ্গত হলেও তা হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত নয়। সুতরাং তা মানা যায় না।

১২. ডানে-বাঁয়ে সালাম ফেরানোর সময় হাত দিয়ে ইশারা করা।

জাবির বিন্ সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَا لِيْ أَرَاكُمْ تَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، فَتَرَكُوْا الرَّفْعَ وَاكْتَفَوْا بِالإِلْتِفَاتِ

"তোমাদের কি হয়েছে, অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় হাত উঠাচ্ছো কেন? অতঃপর সাহাবারা হাত উঠানো বন্ধ করে দেয় এবং তারা ডানে-বাঁয়ে মুখ ফিরিয়েই সালাম আদায় করতে থাকে"।[১]

১৩. অনেকেই প্যান্ট-শার্ট পরে সলাত পড়তে যায়। কিন্তু কারো কারোর শার্ট ছোট হওয়ার দরুন সিজদাহ্ দেয়ার সময় পিঠ ও পাছার কিছু অংশ খোলা অবস্থায় পেছনের মুসল্লীদের নজরে পড়ে। তাতে সলাত নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, পাছা ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

১৪. আবার অনেকে সালাম ফেরানোর পর ডানে-বাঁয়ের লোকদের সাথে মোসাফাহা করেন। এ কাজটি সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত।

১৫. আবার অনেকে ফরয সলাতের সালাম ফেরানো মাত্রই দো'আর জন্য হাত উঠান। এ কাজটিও বিদ'আত। কারণ, সুন্নাত হচ্ছে; সালাম ফিরিয়ে মাসনুন (হাদীসে উল্লিখিত) দো'আ পাঠ করা। অতঃপর একা একা নিজ প্রয়োজনীয় দো'আ করা। কারণ, এ সময়টি হচ্ছে দো'আ কবুল হওয়ার সময়।

= হাদীস ২০৮ ইব্নু হিব্বান/ মাওয়ারিদ্ হাদীস ১৮৫১ বায়হাক্বী ২/২৭, ২৮, ১৩২ ত্বাবারানী/ কাবীর ২২/৩৫)

১ (মুসলিম, হাদীস ৪৩১)

১৬. আযানের পর اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ বলা।

"হে আল্লাহ! আমি এ আযানের বরকতে আপনার নিকট (অমুক বস্তুটি) কামনা করছি। তেমনিভাবে "মুহাম্মাদান" এর পূবে سَيِّدَنَا "সাইয়িদানা" বাড়িয়ে বলা। অনুরূপভাবে "ফাজিলাতান" এর পরে وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ বাড়িয়ে বলা। এ গুলোর কোনটিও সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়না। তাই এ গুলো বলা বিদ'আত। মূলতঃ আযানের পর যে দো'আটি পড়তে হয় তা নিম্নরূপঃ

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدتَّهُ

আযানের পর এ দো'আটি পাঠ করলে রাসূল ﷺ এর সুপারিশের অংশীদার হওয়া যাবে।[১]

১৭. মুক্বীম (ইকামাত যে দেয়) যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ বলে তখন কেউ কেউ বলেনঃ

اقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا، اللهُمَّ أَحْسِنْ وُقُوْفَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ قَائِمِيْنَ لله مُطِيْعِيْنَ

এ দো'আটি বলা বিদ'আত। তবে আযানের উত্তরের ন্যায় ইকামাতেরও উত্তর দেয়া যাবে।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

بَيْنَ كُلِّ اذَانَيْنِ صَلاَةٌ

"প্রত্যেক দু' আযানের মাঝে সলাত পড়ার বিধান রয়েছে"।[২]

এ হাদীসে ইকামাতকেও আযান বলা হয়েছে। তাই ইকামাতেরও উত্তর দেয়া যাবে যেমনিভাবে আযানের উত্তর দেয়া হয়। আযান ও ইকামাতের উত্তর হুবহু আযান ও ইকামাতের ন্যায়। শুধু ব্যবধান এতটুকু

১ (বুখারী, হাদীস ৬১৪, ৪৭১৯)
২ (বুখারী, হাদীস ৬২৪, ৬২৭ মুসলিম, হাদীস ৮৩৮ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৮০৪)

যে, لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّبِاللهِ এর উত্তরে حَيَّ عَلَىْ الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলবে।[১]

১৮. অনেকে মনে করেন যে, মুয়ায্যিনই ইকামাত দিবেন। অন্য কেউ ইকামাত দিতে পারবেনা। বাস্তবে তা নয়। বরং যে কোন ব্যক্তি ইকামাত দিতে পারবে। কথিত হাদীস مَنْ اذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ অর্থাৎ "যে আযান দিবে সেই ইকামাত দিবে" একান্ত দূর্বল।

১৯. ইমাম সাহেব ইকামাতের পর কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত হওয়ার দরুন সলাত শুরু করতে একটু দেরী হয়ে গেলে অনেকে দ্বিতীয়বার ইকামাত দিতে আদেশ করেন। মূলতঃ তা ঠিক নয়। কারণ, এমনটি রাসূল ﷺ এর ব্যাপারেও ঘটতো। কিন্তু তিনি বেলাল ﷺ কে দ্বিতীয়বার ইকামাত দিতে আদেশ করেননি।

২০. সলাতের নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করা বিদ'আত। তেমনিভাবে "নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া"জাতীয় নিয়্যাত করাও বিদ'আত। কারণ, নিয়্যাত হচ্ছে কোন নেক আমল করার দৃঢ় মনোপ্রতিজ্ঞা। তা মুখে উচ্চারণ করার মতো কোন বস্তু নয়। এ জাতীয় নিয়্যাতের প্রচলন সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনের তিন স্বর্ণ যুগের কোন যুগেই ছিল না।

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"কেউ কোর'আন ও হাদিস বিরোধী কোন কাজ করলে তা পরিত্যাজ্য"।[২]

২১. সলাতের চার জায়গায় কান অথবা কাঁধ পর্যন্ত হাত না উঠানো। জায়গাগুলো নিম্নরূপঃ তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় ও প্রথম তাশাহ্হুদ থেকে উঠার সময়। কারণ, এ জায়গাগুলোতে হাত উঠানো বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।

---

১ (বুখারী, হাদীস ৬১১, ৬১২, ৬১৩ মুসলিম, হাদীস ৩৮৩, ৩৮)
২ (বুখারী, কিতাব ৩৪, ৯৬ বাব ২০, ৬০)

২২. ইমাম সাহেব "আল্লাহু আকবার"বলে তাকবীরে তাহরীমা দিলে মুক্তাদিগণ "আয্যা ওয়া জাল্লা"বলা।[১]

এ শব্দ দু'টো বলা বিদ'আত।

২৩. কেউ কেউ মনে করেনঃ দু'রাক'আতে একই সুরা পড়া জায়েয নেই। মূলতঃ তা ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, একদা রাসূল (ﷺ) ফজরের সলাতের উভয় রাক'আতেই সুরা "যিলযাল" পড়েছেন।[২]

২৪. শয়তানের ওয়াসওয়াসায় সুরা "ফাতিহা" দু'বার পড়া। তা ঠিক নয়।

২৫. দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় হাত দু'টো বুকে না বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা। তা কোর'আন ও হাদীসের কোথাও মিলেনা। এমনকি প্রসিদ্ধ কোন ইমাম ও তা শিখিয়ে যাননি।

২৬. আবার কেউ কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় হাত দু'টো একত্র করে বুকের বাম পার্শ্বে ঠিক হৃদয় বরাবর রাখেন।

এ নিয়মটি সম্পূর্ণরূপে সুন্নাত বিরোধী।

২৭. নিজে অথবা ইমাম সাহেব কোন সুরা পড়ার সময় আল্লাহ্'র নাম আসলে শাহাদাত অঙ্গুলী (তর্জনী) কর্তৃক ইশারা করা। মূলতঃ ইশারার কাজটি শুধু তাশাহ্হুদ পড়ার সময় অন্য কোথাও নয়।

২৮. ইমাম সাহেব কোন সুরা পড়ার সময় اسْتَعَنْتُ بِاللهِ জাতীয় কোন দো'আ বলা। সুন্নাত হচ্ছে ; জান্নাত সংক্রান্ত কোন আয়াত শুনলে তা কামনা করা এবং জাহান্নাম সংক্রান্ত কোন আয়াত শুনলে তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার আশা করা।

২৯. একাকী সলাত আদায়কারী ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে কেরাত বিশিষ্ট সলাতে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করা না জায়েয মনে করা।

---

১ (বুখারী, হাদীস ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৮, ৭৩৯ মুসলিম, হাদীস ৩৯০, ৩৯১ আবু দাউদ, হাদীস ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৬, ৭৪৩, ৭৪৪)

২ (আবু দাউদ, হাদীস ৮১৬)

তবে উচ্চস্বর বলতে নিজের কানে শুনা আন্দায পড়াকে বুঝানো হয়। যাতে মসজিদে অবস্থানরত অন্য কোন মুসল্লী কষ্ট না পায়।

৩০. ইমাম সাহেব সুরা "ফাতিহা" ভিন্ন অন্য কোন সুরা পড়া অবস্থায় মুক্তাদিগণ তা মনদিয়ে না শুনে অন্য কোন সুরা পড়ায় ব্যস্ত থাকা।

৩১. সলাতের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে কেরাত পড়া বিশেষ করে সুরা "ফাতিহা" সঠিকভাবে পড়ার প্রতি মনযোগ না দেয়া|

এমনকি অনেকে এতদসত্ত্বেও ইমামতির জন্য দাঁড়িয়ে যান।

৩২. শান্ত ভাবে রুকু আদায় না করা। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুকন।

৩৩. রুকু করার সময় দৃষ্টিকে দু'পায়ের প্রতি নিবদ্ধ রাখা।

সুন্নাত হচ্ছে; পুরো সলাতেই সিজদাহর জায়গার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। তবে তাশাহ্হুদ পড়া অবস্থায় দৃষ্টিকে শাহাদাত অঙ্গুলীর প্রতি নিবদ্ধ রাখা সুন্নাত। কারণ, তা বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।

৩৪. শুধু রুকুর তাকবীর দিয়ে ইমাম সাহেবের সাথে রুকুতে শরীক হওয়া। নিয়ম হচ্ছে; সময় পেলে দু'তাকবীর দিবে ; তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর। তবে সময় না পেলে শুধু তাকবীরে তাহরীমা দিলেও চলবে। কিন্তু শুধু রুকুর তাকবীর দিলে চলবে না।

৩৫. ইমাম সাহেব রুকু থেকে উঠে গিয়েছেন দেখে তাঁর সাথে তখনই সলাতে শরীক না হয়ে দ্বিতীয় রাক'আত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকা। এ কাজটি একেবারেই পরিত্যাজ্য। নিয়ম হচ্ছে ; আপনি ইমাম সাহেবকে যে অবস্থায়ই পান না কেন তখনই তাঁর সাথে সলাতে শরীক হবেন। কারণ, সলাতের প্রতিটি অংশই পুণ্যময়। যদিও রুকু না পেলে রাক'আত পেয়েছে বলে গণ্য হবে না।

৩৬. ইমাম সাহেবকে রুকু অবস্থায় পেয়ে কাশ, পদশব্দ বা

﴿انَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ﴾

"আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন" বলে ইমাম সাহেবকে

আর একটু অপেক্ষা করার ইঙ্গিত প্রদান করা|

৩৭. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে দু'হাত উত্তোলন করে দো'আ করা|

৩৮. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করা|

জাবির বিন্ সামুরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيَنْتَهِيَنَّ اقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ

"সলাতের ভেতর আকাশের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত তারা যেন তা দ্বিতীয়বার না করে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি হৃত-লুণ্ঠিত হবে। তা আর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে না"। (মুসলিম, হাদীস ৪২৮ আবু দাউদ, হাদীস ৯১২)

৩৯. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ বলা।

"ওয়াশ-শুকর"বাড়িয়ে বলা। হাদীসে চার ধরণের শব্দ রয়েছে। শব্দগুলো নিম্নরূপঃ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বা اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বা اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ; "ওয়াশ্-শুকর্"শব্দটি হাদীসে নেই তবুও তা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। কিন্তু হাদীসে যা রয়েছে তা বলা হচ্ছে না। হাদীসে এ দো'আটি রয়েছেঃ (বুখারী, হাদীস ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৯ মুসলিম, হাদীস ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮)

حَمْدا كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اللَّهُمَّ! لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"(হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা) বরকতময় ও পবিত্র অনেক অনেক প্রশংসা। আকাশ, জমিন ও অন্যান্য সকল বস্তু যা আপনি চান তা সমপরিমাণ। আপনিই তো হচ্ছেন সকল স্তুতি-বন্দনা ও

সম্মানের অধিকারী! বান্দাহ্ আপনার শানে যতটুকুই স্তুতি-বন্দনা করুক তা সবটুকুরই আপনি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। আর আমরা সবাই তো আপনারই বান্দাহ্। হে আল্লাহ্! আপনার দানে কেউ বাধা প্রদান করতে পারে না। আপনার নিষেধ উপেক্ষা করে কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না। কোন ধনবান ব্যক্তির ধন-দৌলত তাকে আপনার ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারে না"। (মুসলিম, হাদীস ৪৭৭, ৪৭৮ আবু দাউদ, হাদীস ৮৪৬, ৮৪৭)

৪০. কান রুগ্ন ব্যক্তির সিজদাহ্'র সুবিধার্থে বালিশ বা অন্য কিছু উঁচিয়ে রাখা। নিয়ম হচ্ছে ; মাটিতে সিজদাহ দিতে অক্ষম হলে সিজদাহর জন্য ইশারা করবে। তবে সিজদাহর ইশারা রুকুর ইশারার তুলনায় একটু নিম্নগামী হতে হবে।

৪১. সলাতের সর্বশেষ সিজদাহ্ অন্য সিজদাহ্'র তুলনায় খুব দীর্ঘ করা। নিয়মানুযায়ী সকল সিজদাহর সময় সমান হতে হবে।

৪২. শেষ বৈঠকে দুরুদ পড়তে গিয়ে "মুহাম্মাদিন"এর পূর্বে "সাইয়িদিনা" বাড়িয়ে বলা। কারণ, বিশুদ্ধ হাদীসে "সাইয়িদিনা" শব্দটির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না।

৪৩. সালাতের প্রথম বৈঠকে তাওয়ার্রুক (দু'পা ডানদিকে রেখে জমিনের উপর বসা) করা। নিয়ম হচ্ছে ; প্রথম বৈঠকে ইফ্তিরাশ (ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসা) এবং দ্বিতীয় বৈঠকে তাওয়ার্রুক করা। (আবু দাউদ, হাদীস ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫)

৪৪. সলাতের পর "আস্তাগফিরুল্লাহ্" পড়তে গিয়ে "আল-আযীমাল জালীল" বাড়িয়ে বলা। তেমনিভাবে "ওয়া মিন্কাস্ সালাম" এর পর "ওয়া'আলাইকুমুস্ সালাম" এবং "তাবারাক্তা" এর পর "ওয়াতা'আলাইতা" বাড়িয়ে বলা। এসকল বাড়তি শব্দগুলো বিশুদ্ধ হাদীসে পাওয়া যায়না।

৪৫. সলাত আদায়কারী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে যে কোন বস্তু অতিক্রম করলে সলাত নষ্ট হয়ে যায় বলে ধারণা করা। এ ধারণা একেবারেই অমূলক। তবে শুধু তিনটি বস্তুর সম্মুখবর্তী অতিক্রমণ সলাত নষ্ট করে দেয়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ (الْحَائِضُ)، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ (الأَسْوَدُ)، وَيَقِيْ ذَلِكَ

مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

"তিনটি বস্তু সলাত নষ্ট করে দেয় (সাবালিকা) মেয়ে, গাধা ও (কালো) কুকুর। তবে উটের পিঠে বসার জায়গার শেষাংশে অবস্থিত খাড়া কাঠের ন্যায় কোন সোতরা (আড়) সলাত আদায়কারী ও অতিক্রমকারীর মাঝে অবস্থিত থাকলে সলাত নষ্ট হবেনা। উক্ত তিনটি বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তুর সম্মুখবর্তী অতিক্রমণ সলাত ভঙ্গ করেনা। তবে সলাতের সাওয়াব কমিয়ে দেয়। যে কোন একা সলাত আদায়কারীর কর্তব্য হচ্ছে, সলাত পড়ার সময় নিজ সম্মুখে কোন একটি সোতরা স্থিত করা। এতদসত্ত্বেও কোন ব্যক্তি সোতরা ও সলাত আদায়কারী ব্যক্তির মাঝদিয়ে যেতে চাইলে তাকে প্রতিহত করতে হবে"। (মুসলিম, হাদীস ৫১০, ৫১১ আবু দাউদ, হাদীস ৭০২, ৭০৩)

আবু সা'ঈদ্ খুদ্‌রী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"তোমাদের কেউ কোন বস্তুর আড়ালে সলাত পড়াবস্থায় তার সম্মুখ দিয়ে কোন ব্যক্তি অতিক্রম করতে চাইলে তাকে অবশ্যই প্রতিহত করবে। তাতেও সে নিশ্চেষ্ট না হলে তাকে শক্তি প্রয়োগে বাধা দিবে। কারণ, সে হচ্ছে শয়তান"। (বুখারী, হাদীস ৫০৯ মুসলিম, হাদীস ৫০৫ আবু দাউদ, হাদীস ৭০০)

৪৬. জুমার সলাত না পেলে দু'রাক'আত কাযা করা।

নিয়ম হচ্ছে ; জুমার সলাত এক রাক'আতও না পেলে সে চার রাক'আত জোহরের সলাত আদায় করবে। তেমনিভাবে মহিলারাও ঘরে বসে চার রাক'আত জোহর আদায় করবে। তবে তারা মসজিদে উপস্থিত হলে জুমার দু'রাক'আত আদায় করবে।

৪৭. জুমার খুতবার সময় ইমাম সাহেব দু'হাত উত্তোলন করে কোন দো'আ পাঠ করা অথবা তার প্রত্যুত্তরে মুক্তাদিগণ দু'হাত উঁচিয়ে "আমীন" বলা। নিয়ম হচ্ছে ; খুতবার সময় দু'হাত না উঁচিয়ে দো'আর উত্তরে আস্তে আস্তে "আমীন" বলা। তবে বৃষ্টির জন্য দো'আ করা হলে দু'আত খুব উঁচিয়ে "আমীন" বলা যাবে। এমনকি ইমাম সাহেবও

তখন হাত উঠাতে পারবেন।

৪৮. জুমার সলাতের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত পড়া।

মূলতঃ জুমার সলাতের পূর্বে কোন সুন্নাত নেই। কারণ, নবী ﷺ জুমার দিনে ঘর থেকে বের হয়ে সরাসরি মসজিদের মিম্বারে চলে আসতেন এবং আযান শেষ হলে খুতবা শুরু করতেন। তবে যে কোন সময় মসজিদে ঢুকলে দু'রাক'আত "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ" পড়ে নিতে হয়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الـمَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন দু'রাক'আত সলাত আদায় না করে না বসে। খুতবা চলাকালীনও ছোট ছোট সুরা দিয়ে দু'রাক'আত "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ" পড়া যায়। কারণ, খুতবা চলাকালীন জনৈক সাহাবা মসজিদে ঢুকে বসতে চাইলে রাসূল ﷺ তাকে তড়িঘড়ি দু'রাক'আত সলাত আদায় করে বসতে আদেশ করলেন। তবে জুমার সলাতের পূর্বে সময় পেলে যথা সম্ভব নফল সলাত পড়া যেতে পারে"। (বুখারী, হাদীস ৪৪৪, ১১৬৩ মুসলিম, হাদীস ৭১৪)

৪৯. কেউ কেউ আযানের সময় মসজিদে প্রবেশ করে "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ" শুরু না করে আযানের উত্তর দিতে থাকে এবং খতীব সাহেব খুতবা শুরু করলে "তাহিয়্যাহ"পড়ে। এ কাজটি একেবারেই অশুদ্ধ। কারণ, আযানের উত্তর দেয়া সুন্নাত। আর খুতবা শুনা হচ্ছে ফরয বা ওয়াজিব। তাই সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে ফরজ বা ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া নিহায়েত বোকামি বৈ কি? তাই আযানের সময় মসজিদে প্রবেশ করলে আযানের উত্তর দিতে ব্যস্ত না হয়ে তড়িঘড়ি "তাহিয়্যাহ" পড়ে খুতবায় মনযোগ দিবে।

৫০. তারাবীহের সলাত চলাকালীন মসজিদে প্রবেশ করে একা বা চলমান জামাত ভিন্ন অন্য কোন জামাতে 'ইশার সলাত আদায় করে ইমামের সাথে তারাবীহের সলাতে শরীক হওয়া। বরং নিয়ম হচ্ছে ; তারাবীহের ইমামের পেছনেই ই'শার সলাতের নিয়্যাত করা। অতঃপর ইমাম সাহেব সালাম ফেরালে বাকী সলাত পড়ে নেয়া।

৫১. কাপড়ের উপর দিয়েও সতর (শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখা ফরয) বুঝা যায় এমন পাতলা ও সংকীর্ণ কাপড় পরিধান করা। তেমনিভাবে জাঙ্গিয়া পরে তার উপর পাতলা কাপড় পরিধান করা। এতে করে উরুদ্বয় সম্পূর্ণরূপে অন্যের চোখে পড়ে। এমতাবস্থায় সলাত হবে না। কারণ, সতর ঢাকা সলাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত।

৫২. ফজরের সুন্নাত জামাতের পূর্বে পড়তে না পারায় জামাতের পরে পড়া না জায়েয মনে করা। বরং যে ব্যক্তি জামাতের পূর্বে সুন্নাত পড়তে পারেনি তার ইচ্ছে ; সে তা জামাতের পরপরই পড়ে নিবে বা পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হলে পড়ে নিবে। একদা জনৈক সাহাবি ফজরের জামাতের সালাম ফিরিয়ে পূর্বে না পড়া ফজরের সুন্নাত পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলে রাসূল ﷺ তাকে কোন বাধা প্রদান করেননি। (আবু দাউদ, হাদিস ১২৬৭)

৫৩. শেষ বৈঠক পেলে জামাত পাওয়া গেল মনে করা|

মূলতঃ জামাত পাওয়ার জন্য কমপক্ষে এক রাক'আত সলাত জামাতের সাথে পেতে হবে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ ادْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত ইমামের (জামাতের) সাথে পেল সে যেন পুরো সলাতই জামাতের সাথে পেয়েছে"। (বুখারী, হাদীস ৫৮০ মুসলিম, হাদীস ৬০৭)

৫৪. জুব্বা, লুঙ্গি, প্যান্ট ইত্যাদি পায়ের গিঁটের নিছে পরা অবস্থায় সলাত আদায় করা। উক্ত কাজটি সম্পূর্ণরূপে হারাম।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ

"কোন নিম্নবসন (প্যান্ট, লুঙ্গী ইত্যাদি) পায়ের গিঁটের নিচে গেলে তা জাহান্নামে যাবে"। (বুখারী, হাদীস ৫৭৮৭)

তিনি আরো বলেনঃ

لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلاَةِ رَجُلٍ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَراً

"আল্লাহ্ তা'আলা দম্ভভরে পায়ের গিঁটের নিচে নিম্নবসন পরিধানকারীর সলাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না"। (ইব্নু খুযাইমা, হাদীস ৭৮১)

৫৫. ফজরের সলাতের আযানের পর তৎক্ষণাৎ আগত কোন কারণ বিশিষ্ট সলাত ছাড়া অন্য কোন নফল সলাত পড়া অথবা ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতকে দীর্ঘ করে পড়া।

হাফ্সাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ

"নবী ﷺ ফজরের সময় হলে হালকা দু'রাক'আত ফজরের সুন্নত ছাড়া অন্য কোন সলাত পড়তেন না"। (মুসলিম, হাদীস ৭২৩)

৫৬. কোন ব্যক্তি মসজিদে নফল পড়া অবস্থায় অন্য কেউ তাকে ইমাম বানিয়ে তার পেছনে ফরয সলাতের ইক্তেদা করতে চাইলে তাতে অসম্মতি প্রকাশ করা। মূলতঃ নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায় করা যায়। কারণ, মু'আয ﷺ রাসূল ﷺ এর পেছনে 'ইশার ফরয পড়ে গিয়ে পুনরায় নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের ই'শার ইমামতি করতেন। তা শুনেও রাসূল ﷺ তাকে কোন বাধা প্রদান করেননি।

৫৭. সাহু সিজদাহ্ (ভুলের কারণে যে সিজদাহ দেয়া হয়) দিতে গিয়ে سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَسْهُوْ وَلاَيَنَامُ অথবা وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا পড়া। দো'আ দু'টো কোন বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায় না|

৫৮. প্রথম কাতার পুরো না করে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ানো।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

"যে ব্যক্তি কোন কাতার অসম্পূর্ণ রেখে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়"। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৬৬ বায়হাকী, হাদীস ৪৯৬৭ মুস্তাদ্রাক, হাদীস ৭৭৪ ইব্নে খুযাইমাহ, হাদীস ১৫৪৯)

৫৯. জানাযার সলাতের চতুর্থ তাকবীরের পর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা। নিয়ম হচ্ছে ; তখনো মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করা।

৬০. সলাত পড়ার পর কাপড়ে পূর্বাজ্ঞাত কোন নাপাক পরিলক্ষিত হলে সলাত বিশুদ্ধ হয়নি মনে করে পুনর্বার সলাত আদায় করা। তেমনিভাবে পূর্বে জানা থাকলেও সলাতের সময় তা ভুলে গিয়ে সলাত আদায় করার পর স্মরণ হলে সলাত পুনর্বার আদায় করা। মূলতঃ সলাত পুনর্বার আদায় করার কোন প্রয়োজন নেই। একদা রাসূল ﷺ অজ্ঞাতসারে নাপাক জুতো পরিহিতাবস্থায় সলাত পড়তে থাকলে জিব্রীল ﷺ সলাতের মধ্যেই তাঁকে জানিয়ে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ জুতো খুলে ফেলে সলাত পড়তে থাকেন। অথচ তিনি চলমান সলাত ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে সলাত পড়তে যাননি।

৬১. সলাত চলাকালীন ওযু ভেঙ্গে গেলে অথবা ওযু না করেই সলাতে দাঁড়িয়েছে তা স্মরণ হলেও লজ্জাবশতঃ ওযু করতে না যাওয়া। নিয়ম হচ্ছে ; তখন সলাত ভেঙ্গে ওযু করে পুনরায় সলাতে শরীক হওয়া।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কোন ওযু ভঙ্গকারীর সলাত কবুল করেননা যতক্ষণ না সে ওযু করে নেয়"। (বুখারী, হাদীস ৬৯৫৪ মুসলিম, হাদীস ২২৫)

এ ছাড়াও প্রতিনিয়ত সলাতে অনেক ভুল পরিলক্ষিত হয় যা এ স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সমিচীন মনে করছি না। সলাতের বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে শীঘ্রই বেরুতে যাচ্ছে আমাদেরই রচিত "নবী ﷺ যেভাবে সলাত পড়েছেন" বইখানা।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত